খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আমরা মনে করি যে, আরশ্ থেকে খোদা মক্কা এবং মদীনার হেফাযত করছেন বা এর সুরক্ষা বিধান করছেন। কোন মানুষ এর প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতেও পারবে না। আমরা এসব পবিত্র স্থানকে সর্বাধিক পবিত্র স্থান বলে গন্য করি। আমরা এসব স্থানকে খোদা তা'লার মহিমা এবং প্রতাপের বিকাশস্থল জ্ঞান করি এবং আমরা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তুও এর হিফাযতের জন্য কুরবানী করাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মীর হিসামুদ্দিন সাহেবের, যার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, । মীর হিসামুদ্দিন সাহেব শিয়ালকোট নিবাসী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোট গমন করেন তখন তার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি (রা.) বলেন, সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কয়েক বছর পর্যন্ত কাচারী অফিসের ছোট এক চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন। সেই দিনগুলোতেই হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেবের সাথে তিনি (আ.)-এর পরিচয় ও সম্পর্ক হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই সম্পর্ক অটুট থাকে। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র তার সাথেই নয় বরং তার বংশধরদের সাথেও বজায় ছিল। তার মৃত্যুর পর মীর হামেদ শাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে বিশেষ লোকদের মাঝে গন্য হতেন। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে হযরত মীর হামেদ শাহ্ সাহেব সম্পর্কে কথা উঠলে তিনি (আ.) বলেন, শাহ্ সাহেব একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ আর খোদা তা'লা এমন লোকদেরই পছন্দ করেন। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেবের সাথে তিনি (আ.)-এর প্রাথমিক যে সম্পর্ক ছিল বা পূর্ব পরিচয় ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ঘটনার মাধ্যমে ফুটে উঠে যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবী করার পর শিয়ালকোট গমন করেন। হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেব তার এই আগমন সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি একটি বাড়িতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেই বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয় সেই বাড়ি সম্পর্কে যখন জানা যায় যে, এই বাড়ির ছাদের রেলিং যথেষ্ঠ উঁচু নয়। তখন তিনি বলেন, এই বাড়ি অবস্থানের উপযুক্ত নয় তাই তিনি ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তখন আমার মাধ্যমেই বাহিরে অবস্থানকারী পুরুষদের কাছে লিখে পাঠান যে, আমরা আগামীকালই কাদিয়ান ফিরে যাচ্ছি। সেই সাথে এটিও বলেন যে, এই বাড়ি অবস্থানের উপযুক্ত নয় কেননা এই বাড়ির ছাদে রেলিং নেই। যখনই হেকীম হিসামুদ্দিন সাহেব এই কথা জানতে পারেন, এই বাড়ি উপযুক্ত নয় বা বসবাসের যোগ্য নয়। তিনি নিবেদন করেন, বাড়ির ব্যাপারে যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলব পুরো শহরে যে বাড়িই আপনার পছন্দ হয় সেই বাড়িতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। বাকি রইল ফিরে যাওয়ার কথা, তাহলে আপনি কী এই জন্যই এখানে এসেছিলেন যে, আসার সাথে সাথেই ফিরে যাবেন আর মানুষের সামনে আমার নাক কাটা পড়বে। এই কথাটি এমন ভঙ্গিতে আর এত জোরালোভাবে তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পূর্ন নীরব হয়ে যান এবং পরিশেষে বলেন যে, ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি না।

তিনি (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসে। সে বলে, আমি আপনার শুভাকাঙ্খী, আমি আপনার দাবীর প্রতি সম্মান রাখি কিন্তু আপনি অনেক বড় একটি ভুল করে বসেছেন। সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলে, আপনি জানেন যে, উলামারা কারও কথাই শুনে না কেননা তারা জানে যদি কারও কথা মেনে নেয় তাহলে তা তাদের জন্য অপমানের কারণ হবে বা অপমানজনক হবে। তাই তাদের দ্বারা স্বীকার করানোর উপায় হলো, তাদের মুখ দিয়েই কোন কথা স্বীকার করানো। আপনি বিশেষ বিশেষ উলামাদের দাওয়াত করে এবং একটি সভা করে তাদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করতেন যে, খ্রীষ্টানরা ঈসা মসীহ্র জীবিত থাকার বিষয়টির ফলে অনেক লাভবান হয় বা তাদের অনেক সহায়তা লাভ হয় এবং তারা এতে আপত্তি করে ইসলামের ক্ষতি করছে। তারা বলে, তোমাদের নবী মৃত্যু বরণ করেছেন আর আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আকাশে আছেন তাই তিনি উৎকৃষ্ট বরং তিনি খোদা। এর কী উত্তর দেয়া যেতে পারে? তখন উলামারা এ কথাই বলত যে, আপনিই বলুন এর কী উত্তর দেয়া যেতে পারে? তখন আপনি বলতেন, মূলত আপনাদের মতামতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু আমার মত হচ্ছে, তখন আপনি বলতেন আমার মনে হয় অমুক আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা মসীহ্র মৃত্যু প্রমাণ করা যেতে পারে। তখন উলামারা তৎক্ষনিকভাবে বলে উঠত যে, হ্যাঁ এ কথা সঠিক। বিসমিল্লাহ্ করে আপনি ঘোষণা করে দিন। আমরা আপনাকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। যখন এই বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করা হতো তখন এই বিষয়টিও সামনে আসত যে, হাদীসে ঈসা মসীহ্র পুনরাগমনের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু ঈসা (আ.) যখন মারা গেছেন তখন এই হাদীসের কী অর্থ করা হবে? তখন কোন আলেম আপনার সম্পর্কে হয়তো বলে বসত যে, আপনিই মসীহ্ আর সাথে সাথে সকল উলামা এর সত্যায়ন করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। এই পরামর্শ শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার দাবী যদি মানবীয় ছল-চাতুরির মাধ্যমে হতো তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এমনই করতাম। কিন্তু এটি খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী ছিল। খোদা তা'লা যেভাবে বিষয়টি বুঝিয়েছেন আমি সেভাবেই করেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, চালাকি এবং প্রতারণা মানুষের চালাকির বিপরীতে হয়ে থাকে। খোদা তা'লার জামাত এগুলোতে কখনও ভীত হতে পারে না। এটি আমাদের কাজ নয় বরং স্বয়ং খোদা তা'লার কাজ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে যে, আমাদেরকে আগুনের ভয় দেখিও না। আগুন আমাদের দাস বরং দাসানুদাস অর্থাৎ দাসদেরও দাস। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে ১৯০৩ সনে আব্দুল গফুর নামের এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে আর্য ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং সে নিজের নাম ধরম পাল রেখেছিল। সে **'তারকে ইসলাম'** নামের

একটি পুস্তক রচনা করেছিল। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর উত্তর লিখেন যা **'নুরুদ্দীন'** নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শুনানো হতো বা এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শুনানো হতো। যখন ধরম পালের পক্ষ থেকে এই আপত্তি করা হয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য আগুনকে শীতল করা হয়ে থাকে তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কেন এমন হয় না। আর এ ক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর এই উত্তর শুনানো হয় যে, এখানে নারের অর্থ বাহ্যিক আগুন নয় বরং মুখালেফাত বা বিরোধীতার আগুনকে বুঝানো হয়েছে। একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন? আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম নামে আখ্যায়িত করেছেন। যদি মানুষ এই কথা বুঝতে না পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য আগুন কীভাবে শীতল হয়ে গিয়েছিল তাহলে তারা আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে দেখুক যে, আমি সেই আগুন থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারি কি পারি না। প্লেগ কী আগুনের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর? আর দেখ যে, এটি কী কোন তুচ্ছ নিদর্শন যে, চতুর্দিকে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় কিন্তু আমাদের ঘরকে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করেন। অতএব যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আগুন থেকে রক্ষা করে থাকেন তাহলে আমার ক্ষেত্রেও তা অসম্ভব নয়। আমার পক্ষ থেকে মৌলভী সাহেবকে বলে দাও তিনি যেন এই কথাটি কেটে দেন। তাই যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি এটি কেটে দেন এবং নতুনভাবে লিখেন। প্লেগ কী আগুনের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর? আর দেখ যে, এটি কী কোন তুচ্ছ নিদর্শন যে, চতুর্দিকে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় কিন্তু আমাদের ঘরকে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করেন। অতএব যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আগুন থেকে রক্ষা করে থাকেন তাহলে আমার ক্ষেত্রেও তা অসম্ভব নয়। আমার পক্ষ থেকে মৌলভী সাহেবকে বলে দাও তিনি যেন এই কথাটি কেটে দেন। তাই যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি এটি কেটে দেন এবং নতুনভাবে লিখেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নিদর্শনের ব্যাপারে আম্বীয়া অর্থাৎ নবীদের রায় বা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে কেননা সেগুলো তাদের চাক্ষুষ দেখা বিষয় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সাথে আধা ঘন্টা পর্যন্ত কথা বলে, প্রশ্ন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর লাভ করে তার কথার মর্ম পর্যন্ত তো আমাদের চিন্তাধারাও পৌঁছতে পারে না তাহলে সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা যারা কখনও স্বপ্নও দেখেনি, আর যদি দেখেও থাকে তাহলে এক দু'টির বেশী নয়, আর যদি বেশীও দেখে থাকে তাহলেও তাদের হৃদয়ে এই শঙ্কা থাকে যে, হয়তোবা এই স্বপ্ন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হতে পারে বা নিজের প্রবৃত্তির তাড়না বা অবচেতন মনের ধারণাও হতে পারে। কিন্তু যারা এ কথা বলে যে, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদাহারণ দিয়ে যারা এ কথা বলে যে, একদিকে আমি শয়ন করার উদ্দেশ্যে বালিশে মাথা রাখি আর অপরদিকে এই শব্দ আসা আরম্ভ হয় যে, দিনের বেলায় লোকেরা তোমাকে অনেক গালি গালাজ করেছে, অর্থাৎ সারাদিন তুমি অনেক গালি-গালাজ শুনেছ, কিন্তু চিন্তা করো না, আমরা তোমার সাথে আছি। আর বালিশে মাথা রাখা থেকে আরম্ভ করে জেগে উঠা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই স্বান্তনার বাণী শুনাতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, অনেক সময় সম্পূর্ণ রাত শুধু এই ইলহামই হতে থাকে যে, **"ইন্নি মাআর্ রাসূলে আকূমু"** অর্থাৎ আমি আমার রসূলের সাথে দন্ডায়মান আছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সাধারণ মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারবে না। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্ তা'লার বুযুর্গ এবং পুণ্যবান ও পবিত্রচেতা ব্যক্তিরা কিছুটা বুঝতে পারে কিন্তু তারাও সেই পর্যায় পর্যন্ত বুঝতে পারে না যতটা নবীরা বুঝতে পারে। নবী নবীই হয়ে থাকেন। তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার বাক্যালাপ এমনভাবে হয় যার দৃষ্টান্ত অন্যত্র পাওয়া যায় না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমার নিজের ইলহাম এবং স্বপ্নের সংখ্যা এখন হয়তো হাজারের কোঠায় পৌঁছে গেছে কিন্তু তা সেই ব্যক্তির অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক রাতের ইলহামের সমপরিমাণও হতে পারে না যার ওপর সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এই ইলহাম হতে থেকেছে যে, "ইন্নি মাআর্ রাসূলে আকূমু"। তিনি (রা.) আরও বলেন, আমাদের কাজ হলো নিজেদের বুযুর্গ বা জেষ্ঠ্যদের সম্মান করা কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে নবীদের বিপরীতে দাঁড় করাই তাহলে আমরা যেন অযথাই তাদের অপমান করি। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাব চরিত্র হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, খলীফাদের সম্মান এতেই নিহীত যেন তারা পূর্ণরূপে তাদের অর্থাৎ যার হাতে বয়াত গ্রহণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে। অর্থাৎ যার অনুসরণ করেছি, যার বয়াত করেছি যেন তার অনুকরন করি। খলীফাদের সম্মান এতেই বজায় থাকে। আর যদি অজ্ঞানতার কারণে কোন ত্রুটি হয়ে যায় অর্থাৎ খলীফাদের দ্বারাও যদি ভুল বুঝার কারণে কোন ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে যে সেটি বুঝতে পারে তার উচিত সে যেন খলিফাকে তা জানিয়ে দেয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন, আপনি হয়তো এটি সম্পর্কে অনবহিত আছেন।

অতএব খলীফা আউয়াল (রা.) হোন বা আমি হই অথবা পরবর্তীতে আগমনকারী অন্য কোন খলীফা হোক, যখনই এই কথা বলা হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন তখন এর বিপরীতে এই কথা বলা যে, অমুক খলীফা বিষয়টি এভাবে বলেছেন এটি সঠিক নয়। এই কাজ যদি অজ্ঞানতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে তা কোন কথার প্রমাণ হতে পারে না অর্থাৎ যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে এর কোন সনদ নেই। আর যদি জ্ঞানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে যেন খলীফাকে তার অভিভাবক বা মনিবের বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছে। হ্যাঁ এ কথা সঠিক যে, খলীফা যদি তার মনীবের কোন উদ্বৃতির ব্যাখ্যা করে থাকেন তাহলে এটি বলা উচিত যে, আপনি এ কথার অর্থ এটি করেছেন কিন্তু অমুক খলীফা এর অর্থ এরূপ করেছেন। এভাবে খলীফা নবীর বিপরীতে দন্ডায়মান হন না বরং সেই ব্যক্তির বিপরীতে দন্ডায়মান হন যে, নবীর কথার ব্যাখ্যা করছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, খলীফারা সব কিছু জানবে তা আবশ্যক নয়। হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) কী সকল হাদীস মুখস্থ করে রেখেছিলেন? একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন অনেক কথা আছে যা আমাদের স্মরণ নেই এবং অন্যরা আমাদেরকে তা স্মরণ করায়। আর আমরা মনে করি যাদের কাছে এসব কথা সুরক্ষিত আছে তারা যদি তা আমাদের শুনায় আমাদের স্মরণ করায় তাহলে এটি আমাদের প্রতি তাদের অনেক অনুগ্রহ হবে। তিনি বলেন, এটি আবশ্যক নয় যে, খলীফা সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকবে। অধিকাংশ মানুষ জানে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে সকল নতুন বই-পুস্তক ছাপা হতো সেগুলো তার (রা.) খুব কমই পাঠ করা হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)

বলেন, আমার সামনেই এই ঘটনা ঘটে যে, কেউ একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলে, আপনি মৌলভী সাহেবকে বইয়ের প্রুফ দেখার জন্য কেন প্রেরণ করেন? তিনি তো এই কাজে সিদ্ধহস্ত নন এবং প্রুফ দেখার কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। অনেক মানুষ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে আবার অনেকে অভিজ্ঞতা রাখে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি খুতবা দেখি কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে অনেক ভুল ভ্রান্তি ছেপে যায়। এরপর তিনি বলেন, অনেকে প্রুফ দেখায় পারদর্শী হয়ে থাকে আর অনেকে তা রাখে না। তো কেউ একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলে যে, মৌলভী সাহেব তো এই কাজে পারদর্শী নন। আপনি তাকে দিয়ে কেন প্রুফ দেখান। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেবের কাছে অবসর সময় খুব কমই থাকে। এছাড়া তিনি রোগীদেরও দেখাশুনা করেন। তাই আমি চাই তিনি যেন অন্তত আমাদের পাণ্ডুলিপিই পড়ে দেখেন যাতে আমাদের ধ্যান ধারনা এবং আমাদের খেয়াল সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পাঠ করা সত্ত্বেও এটি আবশ্যক নয় যে সব কথাই মানুষের স্মরণ থাকবে। অতএব এটি থেকে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, খলীফারা যদি এমন কোন ব্যাখ্যা করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার বিপরীত তাহলে এ সম্পর্কে জানানো উচিত বা অবহিত করা উচিত এবং যদি খলীফায়ে ওয়াক্ত মনে করেন যে, যে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তার এই ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে হতে পারে তাহলে তাই যুক্তিযুক্ত হবে বা গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি তা না হয় তাহলে খলীফা নিজের কথা সংশোধন করে নিবেন। কিন্তু এ কথা মনে করা যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা বলেছেন আর খলীফা এ কথা বলেছেন, পরস্পরের মধ্যে বিপরীত বিষয় কেন? আসলে বিপরীত কিছুই থাকে না তবে হ্যাঁ অনেক সময় পূর্ণ জ্ঞানের অভাব হয়ে থাকে।

এরপর চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে তিনি (রা.) বলেন, একটি ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন যে, আমাদের জামাতের অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা এটি। এক বিরুদ্ধবাদী মৌলভী ছিল যে সম্ভবত গুজরাত নিবাসী ছিল। সে মানুষকে সর্বদা এ কথাই বলত যে, মির্যা সাহেবের দাবী শুনে তোমরা কিছুতেই প্রতারিত হবে না। হাদিস সমূহে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে ইমাম মাহ্দীর আলামত হচ্ছে তাঁর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহন হবে। যতদিন পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হবে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহন না লাগবে ততদিন পর্যন্ত তার দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। ঘটনাচক্রে সেই মৌলভী তখনও বেঁচে ছিল যখন চন্দ্র এবং সূর্যে গ্রহন লাগার ভাবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। যখন চাঁদে এবং সূর্যে গ্রহণ লাগে তখন সেই মৌলভীর একজন আহমদী প্রতিবেশী ছিল যিনি এ কথা শুনান যে, যখন সূর্যে গ্রহন লাগে তখন সেই মৌলভী বিচলিত হয়ে নিজের বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করে আর পায়চারি করতে করতে সে বলছিল এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হবে, এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষমা এবং মার্জনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) এক স্থানে বলেন, কিভাবে শত্রুরা তার বিরোধীতা করেছে সে সম্পর্কে বন্ধুরা অবহিত আছেন। শত্রুরা কুমারদের তার জন্য প্লেট বানাতে এবং পানি বাহকদের তাকে পানি দিতে বারণ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই তারা ক্ষমা চাইতে আসত হযরত সাহেব তাদের ক্ষমাই করে দিতেন।

একবার তার কয়েকজন বিরুদ্ধবাদী ধরা পড়ে। তখন মেজিস্ট্রেট বলে, আমি এই শর্তে মামলা পরিচালনা করব যে, মির্যা সাহেবের পক্ষ থেকে যেন কোন সুপারিশ না আসে। কেননা যদি পরবর্তীতে তিনি এদের ক্ষমা করে দেন তাহলে আমার অযথাই এদের গ্রেফতার করার কী দায় পড়েছে? কিন্তু অন্যান্য বন্ধুরা বলেন যে, না এখন অবশ্যই এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। যখন অপরাধীরা বুঝতে পারে যে, এখন অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে তখন তারা হযরত সাহেবের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। হযরত সাহেব যারা কাজ করত তাদেরকে ডেকে বলেন, এদের ক্ষমা করে দাও। তারা বলেন, আমরা তো এখন ওয়াদা করেছি যে, আমরা কোন সুপারিশ করবো না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যখন এরা ক্ষমা চায় আমি কী করতে পারি? মেজিস্ট্রেট বলেন, তাই হলো যা আমি আগেই বলেছিলাম। মির্যা সাহেব এদের ক্ষমাই করে দিয়েছেন।

অতএব এইসব ঘটনা শুধু আমাদের আনন্দ দেয়ার জন্য নয় বরং এগুলো আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষমা এবং মার্জনার প্রতি অনেক বেশী মনযোগ দেয়া প্রয়োজন। এরপর আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, নিজের সম্পর্কে বলেন আমি সেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত যারা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় শত্রুর মোকাবেলা করে। আমি আমার নিজের কানে বিরুদ্ধবাদীদের গালি গালাজ শুনেছি এমনকি তাদেরকে সামনে বসিয়ে শুনেছি কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি ভদ্রতা এবং শালীনতার সাথে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি বা বলতে থেকেছি। তিনি বলেন, আমি পাথরের আঘাতও সহ্য করেছি, তখনও যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর অমৃতশহরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তখন আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম কিন্তু তখনও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিরোধীতার স্বাদ ভোগ করিয়েছেন। মানুষ ব্যাপকহারে সেই গাড়ীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল যেই গাড়ীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ পনের বছর হবে। গাড়ীর একটি জানালা খোলা ছিল। আমি সেই জানালাটি বন্ধ করার চেষ্টা করি কিন্তু মানুষ এত জোরে পাথর নিক্ষেপ করছিল যে, সেই জানালা আমার হাত থেকে ফসকে যায় আর পাথর এসে আমার হাতে আঘাত করে। এরপর যখন শিয়ালকোটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখনও আমার গায়ে পাথর লাগে। এর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন আমি শিয়ালকোট যাই তখন জামাতের বন্ধুরা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে রাখা সত্ত্বেও চারটি পাথর আমার গায়ে আঘাত হানে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিরুদ্ধবাদীদের তাহরীক করেছিলেন, এমন জলসার আয়োজন করা হোক যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে না কিন্তু যখন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া উচিত। এ বিষয়টি যদি এখন পাকিস্তান সরকার বুঝে যায় বা আরব বিশ্বের লোকেরা অনুধাবন করে তাহলে তবলীগের পথ অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে। তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে আর কে মিথ্যার ওপর। এটি অনেক বড় বেয়াদবী এবং গোস্তাখী মনে করা হত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভারতবর্ষের রানীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে তিনি তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান এবং বলেন যে, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে এটি তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

তুরস্কের একজন দূত একবার কাদিয়ানে আসে। তার সম্পর্কে বর্ননা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে বহু বছর পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন জীবিত ছিলেন তখন তুরস্কের একজন দূত এখানে আসে। তুরস্কের সরকারকে সুদৃঢ় করার জন্য সে মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক চাঁদা সংগ্রহ করেছিল আর যখন সে জামাতে আহমদীয়ার কথা শুনতে পায় তখন সে কাদিয়ানেও আসে। তার নাম ছিল হোসেন কামি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে তার আলোচনা হয়। তার ধারণা ছিল এখান থেকে আমি অনেক বেশী সাহায্য সহযোগিতা পাব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সেরূপ সম্মান করে যেরূপ একজন অতিথীর করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে কিছু উপদেশ দেন যে, দিয়ানত এবং আমানতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। মানুষের ওপর অন্যায় করা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এইসব উপদেশ দেন তখন তা সেই দূতের অনেক খারাপ লাগে। সে অনেক রাগ করে যায় এবং গিয়ে বলতে আরম্ভ করে যে, এরা ইসলামী সরকারের অসম্মান করে। এই ঘটনায়ও মৌলভীরা সাধারণভাবে খুব হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয় যে, তুরস্ক সরকার যারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং মক্কা মদীনার হেফাযত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সরকারের অসম্মান করেছেন। যখন এই হৈ চৈ এবং হট্টগোল দেখা দেয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উত্তরে লিখেন, তোমরা বল যে, তুরস্ক সরকার মক্কা ও মদীনার হেফাযত করে কিন্তু আমি মনে করি তুরস্ক সরকার কী মূল্য রাখে যে, তারা মক্কা ও মদীনার হেফাযত করবে বরং মক্কা এবং মদীনাই তো তুরস্ক সরকারের হেফাযত করছে।

এটি বলার পর তিনি (আ.) আরও বলেন, যে ব্যক্তির হৃদয়ে মক্কা মুয়ায্যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারা সম্বন্ধে এরূপ আত্মাভিমান থাকে তার অনুসারীদের সম্পর্কে একথা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, খানা কাবার ইটের পর ইট খুলে নেয়া হলে তারা আনন্দিত হবে। আমরা তো একথাও সহ্য করতে পারবো না যে, একথা মেনে নেয়া হোক যে, সত্যিকার অর্থে মক্কা এবং মদীনার হেফাযত কোন সরকার করছে। আমরা মনে করি যে, আরশ্ থেকে খোদা মক্কা এবং মদীনার হেফাযত করছেন বা এর সুরক্ষা বিধান করছেন। কোন মানুষ এর প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতেও পারবে না। হ্যাঁ বাহ্যিকভাবে হতে পারে, যদি কোন শত্রু এসব পবিত্র স্থানের ওপর আক্রমন করে তাহলে তখন মানুষের হাতকেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আর যদি আল্লাহ্ না করুন কখনও এমন সুযোগ আসে তখন বিশ্ববাসী অবহিত হবে যে, হিফাযত সম্পর্কে যে দায়িত্ব খোদা তা'লা মানুষের ওপর অর্পণ করেছেন এর অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কীভাবে সবার চেয়ে বেশী কুরবানী করে। আমরা এসব পবিত্র স্থানকে সর্বাধিক পবিত্র স্থান বলে গন্য করি। আমরা এসব স্থানকে খোদা তা'লার মহিমা এবং প্রতাপের বিকাশস্থল জ্ঞান করি এবং আমরা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তুও এর হিফাযতের জন্য কুরবানী করাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি। আর আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি, যারা তীর্যক দৃষ্টিতে মক্কার দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাবে খোদা তা'লা সেই ব্যক্তিকে অন্ধ করে দিবেন আর যদি খোদা তা'লা কখনও কোন মানুষের হাত দিয়ে এই কাজ করান তাহলে এই তীর্যক চোখকে অন্ধ করার জন্য যে সকল হাত এগিয়ে আসবে তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের হাত সর্বাগ্রে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজও প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে পবিত্র স্থান সমূহ সম্পর্কে এই একই চেতনা এবং আবেগ বিদ্যমান এবং ইনশাল্লাহ্তা'লা সর্বদা তাই থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমান এবং বিশ্বাসেও সর্বদা উন্নতি দান করুন এবং কুরবানীকারীদের মাঝে আমাদেরকে প্রথম সারিতে রাখুন।

এর পর হুজুর (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াব। আহমদীয়াতের খলীফাদের সঙ্গে তিনি পাগলের মত ভালবাসা পোষণ করতেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আনুগত্যকারী, তবলীগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ, মুখলেস এবং নিষ্ঠাবান এক আহমদী ছিলেন। একজন হলেন মোকাররম সামীর বহুতা সাহেব যিনি ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে সকালবেলা জার্মানীতে মারা যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান সন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাজা হচ্ছে মোকাররম চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেবের যিনি চৌধুরী ইবরাহীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি শেখুপুরা নিবাসী ছিলেন। ৭৭-৭৮ সনে তিনি নিজেই বয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১১ সনে রাচ্না টাউনে বিরুদ্ধবাদীরা বশির সাহেবের ওপর তার ঘরের কাছেই তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কিছুদিন পূর্বে তার ক্যানসার রোগ ধরা পরে। চিকিৎসাধীন ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হয় এবং তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) দুইজন মরহুমের জন্য দোয়ার তাহরিক করেন এবং জুমআর নামাযের পর তাদের জানাযা গায়েব পড়ান।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (27th February 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B